ফেক নিউজ, ধর্ম-রাজনীতি, আর আমাদের ভূমিকা

অঙ্কন চট্টোপাধ্যায়

এক

"লালনের কসম তোমার আমার স্বদেশ যাচ্ছে পুড়ে"

আমাদের দেশ ভারতবর্ষ আজ পুড়ছে বহ্নিজ্বালায়। ভাবছেন তো, হঠাৎ 'লালনের কসম' কেন কাটছি? আসলে লালন ছিলেন জাত-ধর্মের উর্ধ্বে শুধু মনুষ্যত্বে বিশ্বাসী এক মানুষ। স্বদেশ কেন পুড়ছে সেটা জানার আগে কয়েকটা ঘটনায় চোখ রাখি।

ঘটনা এক: "হিন্দু ভাইয়েরা সবাই রেডি হয়ে যাও, এক এক করে দেশদ্রোহীদের মারবো আমরা, দেশপ্রেমীরা সবাই রেডি হয়ে যাও।" এটি পশ্চিমবঙ্গের ঝাড়গ্রামের পুলিশ কনস্টেবল বিনোদ কুমারের একটি ফেসবুক পোস্ট। এরপরই একদিন দুপুর বারোটার সময় নিজের AK47 নিয়ে অস্ত্রাগারের ছাদে উঠে এলোপাথারি গুলি চালাতে শুরু করে বিনোদ।

ঘটনা দুই: "আল্লাহ্‌র ভরসায় রয়েছেন যারা তাঁরাই আক্রান্ত।" কিছুদিন আগে করোনার প্রেক্ষিতে এরূপ মন্তব্য করেন এক হিন্দুত্ববাদী দলের রাজ্য সভাপতি।

ঘটনা তিন: দিল্লির নিজামুদ্দিন থেকে আগত লোকের থুতু ছেটানো ও হাসপাতালে উলঙ্গ হয়ে ঘোরার 'গল্প' হোয়াটস্যাপের দৌলতে প্রায় প্রতিটি মোবাইলেই পাওয়া যাবে।

ঘটনা চার: এই কঠিন সময়ে যখন যেকোনোরকম জমায়েত নিষিদ্ধ, তখনই বিধিনিষেধ কার্যত তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে কয়েকটি মসজিদে নামাজ পড়ার জন্য জমায়েত করা হল। ১৭ ও ১৮ মার্চ তিরুপতিতে একদিনে ৪০,০০০ মানুষের জমায়েত হল। পুরীর রথযাত্রা ঘিরে অনেক টানাপোড়েনের পরেও শেষমেষ জমায়েতের অনুমতি দিল সুপ্রীম কোর্ট।

ঘটনা পাঁচ: বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার তরফ থেকে করোনাকে প্যান্ডেমিক ঘোষণার পরেও বিভিন্ন ধর্মীয় সংস্থা ও রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে 'গোমূত্র খেলে' বা 'কোরান পড়লে' করোনা হয়না বা আয়ুর্বেদিক ঔষধ 'করোনিল' বা একটি নির্দিষ্ট পাঁপড় খেলে নাকি করোনা সেরে যায়, এরকম অবৈজ্ঞানিক প্রচার করে যাওয়া হচ্ছে ক্রমাগত। ইতিমধ্যেই অনেকে গোমূত্র সেবন করে হাসপাতালে ভর্তিও হয়েছেন।

ঘটনা ছয়: গুজরাটে এক হাসপাতালে রোগীর ধর্মের ভিত্তিতে ওয়ার্ড ভাগ করা হল।

ঘটনা সাত: মুসলিম সেজে বেঙ্গালুরুতে পুলিশের গায়ে থুতু ছিটিয়ে করোনা ছড়ানোর ভয় দেখানোর অভিযোগে ধরা পড়লো তিন মিডিয়া-কথিত

‘জামাতি। অথচ নাম তাদের মহেশ, অভিষেক, শ্রীনিবাস।

ঘটনা আট: ভির হিন্দুনি রাংদোলি ছান্দেল কোভিড আক্রান্ত সংখ্যালঘুদের গণহত্যা করার নিদান দিলেন। একজন খ্যাতনামা বলিউড অভিনেত্রী তাকে চাপা দিতে আসরে নামলেন।

ঘটনা নয়: কয়েকদিন আগেই একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের উচ্চ শীর্ষনেতা মন্তব্য করলেন, হিন্দুত্ব নাকি কোনও ধর্ম নয়। ভারতবর্ষের হিন্দি নাম হিন্দুস্থান, অর্থাৎ ভারতবর্ষে বসবাসকারী প্রতিটি মানুষের হিন্দু ধর্মাচরণ করা বাধ্যতামূলক।

ঘটনা দশ: এটি মনে হয় সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। একটি ক্ষমতাসীন হিন্দুত্ববাদী রাজনৈতিক দল প্রচার করল অযোধ্যায় রামমন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হলেই নাকি করোনা বিদায় নেবে। ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের পরই উত্তরপ্রদেশে করোনা আক্রান্তের হার এক লাফে বাড়ল। এমনকি খোদ মন্দিরের প্রধান মোহন্তও আক্রান্ত হলেন।

সেভাবে বলতে গেলে, এইগুলি কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এমন হাজারটা ঘটনা ঘটে চলেছে প্রতিনিয়ত। ফেসবুক-হোয়াটস্যাপের মত বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া সাইটে রাজনৈতিক নেতারা নানারকম বিভেদমূলক বার্তা এবং উদ্ভট দাওয়াই প্রচার করে জনগণকে অবৈজ্ঞানিক চর্চা ও জাতি-ধর্মগত বিভেদের মুখে ঠেলে দিচ্ছেন।

এক বৈজ্ঞানিক রিসার্চ থেকে প্রমাণিত, সোশ্যাল মিডিয়াতে যেকোনো জিনিস দেখার পেছনে গড়ে আমরা সময় ব্যায় করি ২ থেকে ৩ সেকেন্ড। এর সুযোগ নিয়েই সোশ্যাল মিডিয়াগুলোতে ছড়িয়ে দেওয়া খবরাখবরের ডিজিটাল লিঙ্কগুলির বক্তব্য এমনভাবে সাজানো হয় যাতে আমরা বক্তব্যর সত্যতা যাচাই করার আগেই শুধুমাত্র শিরোনাম দেখেই সেটি আরও ছড়িয়ে দিতে বেশি মনোযোগ দিই।

বর্তমানে কোভিড-১৯ অতিমারীতে দেশের পরিস্থিতি যে ভালো নয়, তা বলাই বাহুল্য। আক্রান্ত এবং মৃত্যুর গ্রাফ এখনও ঊর্ধ্বমুখী, পাশাপাশি অর্থনৈতিক, স্বাস্থ্যগত, এবং শিক্ষাসংক্রান্ত নানান সমস্যায় জর্জরিত দেশ। এর মধ্যেও ধর্মরাজনীতিকরা নিজেদের মতন করে দাবার চাল সাজাচ্ছেন, চাপিয়ে দিতে চেষ্টা করছেন নিজেদের উগ্রবাদী মতামত। মিডিয়াকে সুচারুরূপে ব্যবহার করা হচ্ছে বিভিন্ন অ-গুরুত্বপূর্ণ খবরে মানুষকে ব্যস্ত রাখতে। যখন মানুষের জীবন-জীবিকা প্রশ্নের মুখে দাঁড়িয়ে, তখন তাকে ব্যস্ত রাখা হচ্ছে বলিউডি তারকার মৃত্যুরহস্যে। এই ফাঁদে পা দিচ্ছে যুবসমাজ। বিপদে পড়ছে সাধারণ মানুষ।

দুই

এবার জানা দরকার এই ভুয়ো ফরওয়ার্ড মেসেজগুলো কীভাবে তৈরি হয়। আমরা জানি আমাদের দেশে একটা বিপুল জনসংখ্যার মানুষ বাস করেন। দেশের সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক কারণে একটা বড় অংশের যুবক-যুবতী এখন বেকার। সুনির্দিষ্ট স্বার্থচরিতার্থ করার জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের আই.টি. সেলের কর্মী হিসেবে নিয়োগ করা হয় এই বেকার যুবক যুবতীদের। অবশ্যই প্রতি বার্তা পিছু নির্দিষ্ট ভাতার বিনিময়ে। এদের কাজই হল আমার আপনার মনস্তত্ত্বে বারবার আঘাত করা, যাতে প্রচন্ডরকম সাম্প্রদায়িক ভাবনাচিন্তা আমাদের মাথায় গেঁথে বসে; প্রয়োজনীয় চাহিদাগুলোর থেকে চোখ ঘুরিয়ে দেওয়া, যাতে ধর্মরাজনীতিরা নিজেদের

স্বার্থমতন দেশ চালিয়ে নিজেদের পকেট ভর্তি করে নিতে পারেন।

নিশ্চিতভাবেই, যখন আমি এই লেখাটা লিখছি বা পাঠিকা এই লেখাটা পড়ছেন, তখনও আই.টি. সেল একটা ভুয়ো নিউজ-লিঙ্ক বা ছবি হোয়াটস্যাপের মাধ্যমে শেয়ার করে হাজার হাজার মানুষের মন কুসংস্কার-ধর্মান্ধতা-সাম্প্রদায়িক বিষে বিষিয়ে দিচ্ছে। জর্জ অরওয়েল-এর '1984'-এর ধাঁচে প্রবর্তন করার চেষ্টা হচ্ছে 'new-speak' ভাষা। বিভিন্নভাবে সত্যের অপলাপের মাধ্যমে আমাদের জ্ঞানত অথবা অজ্ঞানত মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে গোঁড়া সাম্প্রদায়িক ভাবনাচিন্তা, 'আমরা-ওরা' বিভেদের মনোভাব। যার ফলাফল উপরে উল্লিখিত ঘটনাগুলো।

'সত্যের অপলাপ'। নিন্দুকেরা বলবে সত্যের যে অপলাপ হচ্ছে তার নিশ্চয়তা কী? প্রমাণ কোথায়? একটু লক্ষ্য করলেই একটা জিনিস স্পষ্ট হয়। যে মেসেজ বা লিঙ্ক আমরা নিজেরাই ফরওয়ার্ড করছি অপরজনকে, সেইসব মেসেজ বা লিঙ্কের সত্যতা সম্পর্কে আমরা নিজেরাই কি নিশ্চিত? সেই মেসেজ বা লিঙ্কে উল্লিখিত ঘটনাগুলি তদন্ত বা কোর্টকেসের পর কোথায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে? উত্তর হচ্ছে, "না, আমরা জানিনা"। কেন জানিনা? কারণ ওই ঘটনার পরবর্তী পদক্ষেপ আমাদের কাছে ফরওয়ার্ড করা হয় না। উদাহরণস্বরূপ, বলা যেতে পারে ভারতে লকডাউন শুরুর ঠিক আগে আগে আলোড়ন ফেলা নিজামুদ্দিনের ঘটনা। ঘটনাটি নিয়ে দেশজুড়ে মুসলিমদের দোষী সাব্যস্ত করে কাঠগড়ায় তোলা হলেও, পরবর্তীকালে দেখা যায় সমস্ত অপপ্রচারই মিথ্যে। কারণ প্রশাসনের কাছ থেকে যথাযথ অনুমতি নিয়েই সেই জমায়েত অনুষ্ঠানটি করা হয়েছিল। বরং, প্রশ্ন করা যেতে পারে, সরকারি তরফে অনুমতি কেন দেওয়া হয়েছিল এই জমায়েত অনুষ্ঠানটিতে? তাছাড়া যে অভিযোগ নিয়ে রগরগে পোস্টগুলো শেয়ার করা হয়েছিল হোয়াটস্যাপে-ফেসবুকে, সেগুলোও সুচারুভাবে সাজানো। আয়ুর্বেদিক ঔষধ 'করোনিল'ও আশ্চর্যজনকভাবে শুধু তার মাহাত্ম্য প্রচার করেই রণে ভঙ্গ দেয়। আসলে করোনা উপশমকারী কোনো ক্ষমতা তার মধ্যে নেই। এবং সবচেয়ে বড় ঘটনা হিসেবে বলা যায়, রামমন্দির ট্রাস্টের প্রধান মহন্তের করোনা আক্রান্ত হওয়া। এই রামমন্দিরকে ইস্যু করে উগ্রহিন্দুত্ববাদী রাজনীতিকরা দেশের ভাবাবেগ নিয়ে ছিনিমিনি খেলছেন প্রতিনিয়ত, প্রকাশ্য জনসভায় একাধিক জননেতা বলেছেন "রামমন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হলেই করোনা বিদায় নেবে"। এই বক্তব্য নেটদুনিয়ায় যতটা শোরগোল ফেলে দেয়, রামমন্দির ট্রাস্টের প্রধানের করোনা আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা ততটা সাড়া ফেলেনি। বলা ভালো, উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে প্রচারিত হতে দেওয়া হয়নি। জয় গোস্বামীর লেখা একটা লাইন এখন বড় প্রাসঙ্গিক,

> ... হে সুভদ্র নাগরিকগণ, জেনে নিন
> এ গণতান্ত্রিক দেশে আজ
> আমাদের সমস্ত কথায়
> হ্যাঁ বলাই আপনাদের একমাত্র কাজ...

সত্যিই কি সব বুঝে বা না বুঝে 'হ্যাঁ' বলে মেনে নেওয়াই আমাদের একমাত্র কাজ? হাত-পা গুটিয়ে বসে দেখতে হবে আমার মাটির এইভাবে বিভাজন, এইভাবে দগ্ধ হওয়া! ভারতবর্ষের সংবিধান অনুযায়ী Soverign, Socialist, Secular যে দেশচেতনা, তাতে শত বিচ্ছিন্নতার মধ্যেও রয়েছে আন্তরিকতা, রয়েছে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য। সেই বিশ্বাসটাকে টুকরো টুকরো করে ভাঙতে দেখাটাই কি ভবিতব্য আমাদের! সাধারণ কান্ডজ্ঞানসম্পন্ন

মানুষের কণ্ঠরোধ করে দেশকে ধর্মের দোহাই দিয়ে সাম্প্রদায়িক করে তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে। প্রতিবাদ করলেই ঠারেঠোরে বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে "আপনি কিন্তু কিছুই দেখেননি মাস্টারমশাই"।

এদেশে মাস্ক-স্যানিটাইজারের মতন অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের ওপর ১৮% জি.এস.টি. লাগু করা হয়। অথচ নব্য ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত এক হিন্দুমন্দিরের নির্মাণকল্পে টাকা দান করলে সেই টাকা ট্যাক্স ছাড় পায়! এই সাম্প্রদায়িক মনোভাবের রথ একদিন দেওয়াল ভেঙে আমার আপনার বাড়ির মধ্যে ঢুকে সবকিছু গ্রাস করে নেবেনা তো! কয়েকদিন আগেই ফেসবুকের শীর্ষ কর্তার সঙ্গে এদেশের রাজনৈতিক মাথাদের কথাবার্তার পর নিজেদের পলিসি আপডেট করেছে ফেসবুক। চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রিত করে ফেলা হচ্ছে ফেসবুকের মত একটা আপাতভাবে গণতন্ত্রের সম্ভাবনাযুক্ত একটি ওপেন প্লাটফর্মকেও। 'বিগ ব্রাদার'-এর নজরের বাইরে কেউ নেই, না আমি, না আপনি। নিয়ন্ত্রণ করছে না তো আমাদের প্রতিদিনের ব্যক্তিগত জীবনযাত্রা, ভাবভঙ্গি, সামাজিক-রাজনৈতিক ধ্যানধারণা, সবকিছু নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে বিগ ব্রাদারের অঙ্গুলিহেলনে।

এই লেখা লেখার সময়েই খবর পাচ্ছি খোদ কলকাতায় টাকা দিতে না পারার অভিযোগে এক অ্যাম্বুল্যান্স চালক একটি মুমূর্ষু শিশুর অক্সিজেন মাস্ক খুলে দিতে দ্বিধাবোধ করেননি। করোনা আক্রান্ত প্রৌঢ় অ্যাম্বুলেন্স থেকে পড়ে গেলেও কেউ সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন না। গত বছর থেকে এখনও পর্যন্ত কৃষকমৃত্যুর সংখ্যা ৪২ হাজার ছুঁইছুঁই। আশ্চর্যজনকভাবে, সমস্ত রাজনৈতিক দল এ বিষয়ে চুপ। সময় কোথায়? ওনারা কেউ রামমন্দিরের রূপোয় মোড়ানো ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের জন্য, বা কেউ দেশের বিভিন্ন সরকারী সম্পত্তির বেসরকারীকরণে ব্যস্ত। কেউ পরবর্তী বিধানসভায় জিতে পুনরায় ক্ষমতায় আসবেন কি না, সেই নিয়ে অঙ্ক কষতে ব্যস্ত। আবার আরেকদল আহাম্মক 'ডিস্তাত' নিয়ে খিল্লি করতে করতে বলে "আহা আমাদের সময় সব অন্যরকম ছিল"। ৮৮ কোটি ভোটারের জন্য মাথাব্যাথা থাকলেও, এই ৮৮ কোটি মানুষকে নিয়ে কোনও রাজনৈতিক দল কিন্তু চিন্তা করেনা।

তিন

এই অবস্থায় সাধারণ জনগণ কী করবে? একটা চিরকালীন কথা বিনয় ঘোষ বলে গেছেন, "... মধ্যবিত্ত বাঙালি শুধু খবরের কাগজ পড়ে আর রমণ করে..."। আশ্চর্য! এখনও বাঙালি 'ভেতো' হয়েই থেকে গেল! এখন তো বাঙালি আঁতেল হতেও ভয় পায়। শুধু আপোষে আর কায়ক্লেশে কোনোরকমে বারান্দা থেকে উঁকিঝুঁকি মেরে দিন কাটিয়ে দেয়।

আমাদের কর্তব্য কী? বর্তমানের নিউজ চ্যানেলগুলি এক একটি রাজনৈতিক দলের দালালে পরিণত হয়েছে। তাই কোনো খবর দেখেই সেটিকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করা চলবে না। কথায় আছে, "Take the news, not the views"। এই গুরুত্বপূর্ণ প্যান্ডেমিক সময়েও স্বাস্থ্যখাতে মোট বাজেটের মাত্র ১% কেন, দেশে তিরিশ হাজার মানুষ পিছু একটি মাত্র বেড-ভেন্টিলেটর কেন বরাদ্দ, এইসব নিয়ে নিউজ চ্যানেলগুলোতে কোথাও কোনও আওয়াজ তোলা হয়না। আমাদের মন ঘুরিয়ে রাখার জন্য ভারতের মেইনস্ট্রিম মিডিয়া হিন্দু-মুসলমানের দ্বন্দ্ব জাগিয়ে রাখে। সবথেকে সস্তা রাজনৈতিক তাসটি খেলে যায় প্রতিনিয়ত। যদিও বর্তমানে জনতার

টাকায় চলা বিভিন্ন স্বাধীন নিউজ পোর্টালগুলিকে এই দুর্দিনেও কিছুটা নির্ভরযোগ্য ধরা যায় (The Wire, Scroll, The Print, ইত্যাদি)। তবে এগুলিতেও প্রকাশিত নানান খবর বা নিবন্ধ নিয়ে মাঝে মাঝে সমালোচনার ঝড় ওঠে। রাজনৈতিক বা সামাজিক মতামতের দিকটা বাদ দিলে, প্রসঙ্গটা হল তথ্যনিষ্ঠতার। সেইদিক দিয়ে দেখতে গেলে এইসমস্ত স্বাধীন মিডিয়াগুলি অনেকটাই এগিয়ে। যেকোনো ধরনের লিঙ্ক সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার বা বিশ্বাস করার আগে একটু যাচাই করা বা একটু ভেবে দেখা অভ্যেস করতে হবে আমাদের। ছবির ক্ষেত্রে রিভার্স ইমেজ পদ্ধতি ব্যবহার করে ছবিটা ঠিক কোথা থেকে নেওয়া, সেই সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যেতে পারে।

শুধুমাত্র ফরোয়ার্ড মেসেজ দেখে কোনো বিষয়কে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করার বদভ্যাস ছাড়তে হবে। কোনো ঘটনা শুধুমাত্র সত্যি-মিথ্যে যাচাই করেই ছেড়ে দিলে হবে না। তার পরবর্তী অভিমুখ সম্পর্কেও খোঁজখবর রাখতে হবে। বিশ্লেষণ করতে হবে এবং আশেপাশের মানুষজনকে সেটা জানাতে হবে। জায়গায় জায়গায় নিজের আশেপাশের মানুষজনের সাথে আলোচনা করতে হবে। 'ফেক নিউজ' কারবারীদের সবচেয়ে বড় দুর্বলতার জায়গাটি হল, তাদের প্রচার করা খবরের সপক্ষে বিভেদমূলক কথা ছাড়া যুক্তিগ্রাহ্য কোনো বক্তব্য থাকেনা। অতএব একটু যুক্তি দিয়ে আলোচনা চালিয়ে গেলেই 'ফেক নিউজের' ভেতরের আবরণটুকু বেরিয়ে পড়ে, বেরিয়ে আসে আসল সত্যটি। এইরকম যুক্তিগ্রাহ্য আলোচনা পাড়ায়-পাড়ায়, মোড়ে-মোড়ে, চায়ের দোকানে, আড্ডা-জমায়েত, প্রতিটি জায়গায় গড়ে তুলতে হবে। হোয়াটস্যাপে ছড়িয়ে থাকা হাজার মেসেজ দিয়ে হিন্দু-মুসলিম বিভেদ করলেই সব খামতি ঢেকে যাবে? দেশে পর্যাপ্ত করোনা টেস্ট কিট-এর ব্যবস্থা এখনও নেই। দিন দিন যত টেস্টের সংখ্যা বেড়েছে, এক একটা অঞ্চল এক একটা তথাকথিত 'নিজামুদ্দিন' হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাদের আবার ঘটা করে গালভরা নাম হয়েছে 'কন্টেইনমেন্ট জোন'। টেস্টের সংখ্যা অপর্যাপ্ত হারে হলেও তবু খানিক বেড়েছে, কিন্তু হাসপাতালে পর্যাপ্ত পরিকাঠামো এখনও নেই। এই সুযোগে কর্পোরেট হাসপাতাল-অ্যাম্বুল্যান্স ব্যবসা করে লুটে নিচ্ছে সাধারণ মানুষের কষ্টোপার্জিত টাকা। আসলে সরকারের ব্যর্থতা আর গাফিলতি ঢেকে রাখার জন্যই ধর্মের বিষ ঢুকিয়ে দেওয়া হয় মানুষের মধ্যে। কোনো রাজনৈতিক দলকেই তো লকডাউনের কারণে অসহায় নিরন্ন মানুষদের সাথে সহযাপন করতে দেখা যাচ্ছেনা। কোনোদিন এমন খবর বা ছবি বা মেসেজের সম্মুখীন হয়েছেন, যেখানে প্রশ্ন করা হচ্ছে ভারতবর্ষের নিম্নগামী জিডিপি রেট নিয়ে, বা 'ধর্মের নামে জালিয়াতি' নিয়ে? দেখেননি তো? আসলে রাজনীতি এখন আর মানুষের পাশে থাকার জন্য নয়। নিজের আখের গোছানোর জন্য। আর এই আখের গুছিয়ে নেওয়ার জন্যই রাষ্ট্র বেছে নিয়েছে ধর্মের নেশায় জনগণকে ব্যস্ত রাখতে।

এই বিষয়গুলো ভাবার চেষ্টা করতে হবে আমাদের। এই কঠিন পরিস্থিতিতে সময়ের দাবী থেকেই না হয় আওয়াজ তুলতে অভ্যেস করি আমরা একটু একটু করে। জনগণের ভালোমানুষীর সুযোগ নিয়ে রাষ্ট্রের তরফে যে চূড়ান্তরকম ধর্মীয় প্রহসন নামিয়ে আনার চেষ্টা হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে গিয়ে একটা উন্নত সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার দিকে নজর দিই আমরা। আশেপাশের প্রত্যেককে বোঝানোর চেষ্টা করি যে রাষ্ট্রশক্তি বারংবার মানুষের মধ্যে দাঙ্গা লাগিয়ে, লড়াই বাধিয়ে মানুষের মূলগত অধিকারগুলো নিয়ে প্রশ্ন করার সুযোগ চাপা দিয়ে রাখে। উন্নত এবং আরও মানবিক ব্যবস্থার

দিক থেকে নজর ঘুরিয়ে, পৈতে-টুপির লড়াইয়ে মানুষকে মাতিয়ে রাখে যে রাষ্ট্রব্যবস্থা, তাকে সমাজ ও মনন থেকে দূরে ছুঁড়ে ফেলা উচিৎ। প্রতিটি শিকড় খুঁজে খুঁজে সমাজ থেকে বিভেদকামী চিন্তাভাবনা তুলে ফেলতে হবে আমাদের। পাশাপাশি চালাতে হবে নতুন ব্যবস্থার খোঁজ।

একটা কোথাও পড়েছিলাম, গোটা পৃথিবীতে নাকি মাত্র দুটি সম্প্রদায়। 'নির্বোধ', আর 'বুদ্ধিমান'। নির্বোধেরা যতদিন নিজেদের প্রচণ্ড বুদ্ধিমান ভেবে নিয়ে এই ক্ষমতার রাজনীতিকে, ধর্মের রাজনীতিকে বেছে নেবে, ততদিন রাষ্ট্র বুদ্ধিমানদের টুঁটি টিপে নিজেদের আধিপত্য দখলের লড়াই চালিয়ে যাবে। কিন্তু উন্নত স্বদেশের জন্য, উন্নত এক পৃথিবীর জন্য আমাদের লড়ে যেতে হবে শেষ অবধি, বুক চিতিয়ে, যুক্তি দিয়ে।

"রুখে দাও মৌলবাদের কুমন্ত্রণা"

উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ঘটানো সাম্প্রদায়িক বা অসাম্প্রদায়িক এবং সমাজের পক্ষে হানিকারক কোনও ঘটনা দেখলেই সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করুন। আশেপাশের মানুষকে সাধারণ কান্ডজ্ঞানে ফেরানোর চেষ্টা করুন কথাবার্তার মাধ্যমে, তাঁদের নিজের দলে টেনে নিন। এই ছোট ছোট প্রতিবাদগুলোই জমতে জমতে একসময় এক বিরাট প্রতিবাদের চেহারা হয়ে উঠবে। কিন্তু আমাদের এই ছোট্ট পদক্ষেপগুলি নিতেই হবে, যখনই সুযোগ হবে। তবেই নাগরিক হিসেবে সম্পূর্ণ অধিকার নিয়ে বাঁচার আনন্দ খুঁজে পাবো আমরা। কয়েকদিন আগে, এই অতিমারী পরিস্থিতিতেও দেশের স্বাস্থ্য-অর্থনীতির উপর নজর না দিয়ে বিপুল সমারোহে রামমন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠান দেখতে দেখতে আমরা ফিসফাস করে উঠেছিলাম প্রতিবাদে। কে বলতে পারে, "ফিসফাসটাই বদলে যেতে পারে, হঠাৎ কারও প্রচণ্ড চিৎকারে"? সেই ফিসফাসটাই শুরু করার একটা অতি ক্ষুদ্র চেষ্টা আমাদের এই ইকারাস।